সতীত্ব-মাহাত্ম্য

শ্রীমতী কমলাসনা দেবী

১৩৩১

প্রকাশক—শ্রীশশবিন্দু চট্টোপাধ্যায়
৩।১, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান
মডেল লাইব্রেরী লিমিটেড্
কর্ণওয়ালিস বিল্ডিং, কলিকাতা।

কলিকাতা
৩ নং শিব্ বিশ্বাস লেন
মডেল আর্ট প্রেসে
শ্রীশশধর সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উপহার পৃষ্ঠা।

শ্রীমতী.................... . ...

....

.. ..

....

তারিখ— শ্রী ————————

নিবেদন।

পূজনীয়া রমণীগণ !

আজ এই শুভদিনে, এই আনন্দের দিনে আপনাদিগকে আর কি উপদেশ দিব ? নির্জ্জনে বিভুর চরণতলে বসিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছি ; ইহাই আপনাদের কর কমলে অর্পণ করিবার অভিলাষিণী। আপনাদের স্নেহের ভগিনীর যথাসাধ্য পুস্তকখানি দয়ায় গ্রহণ করিয়া ভগিনীকে চরিতার্থ করুন।

ভগবানের নিকট আমার প্রার্থনা যে এই পুস্তক পাঠে পিতৃকুল স্বামীকুল উভয় কুলের গৌরব বৃদ্ধি করুন। ইতি—

বাইনান পোঃ,
হাওড়া।
১ লা আশ্বিন, ১৩৩১ সাল।

স্নেহের ভগিনী
শ্রীমতী কমলাসনা দেবী

ভূমিকা।

'সতীত্ব মাহাত্ম্য' একটী স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক। পুস্তকের নামকরণেই আমরা লেখিকার মনোভাব বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। তিনি দেখাইতে চাহেন আদর্শ রমণী কাহাকে বলে? কি করিলে রমণী সতী সাবিত্রী, দময়ন্তী, ফুল্লরা ও পতিব্রতা প্রভৃতি রমণীগণের মত পূজনীয়া হইতে পারেন। তিনি চাহেন হরগৌরীর মত, কৃষ্ণরাধার মত, অরুন্ধতীবশিষ্ঠের মত, যযাতি-শর্ম্মিষ্ঠার মত, সাবিত্রীসত্যবানের মত পবিত্র দাম্পত্য জীবনের আদর্শ ফিরিয়া আসে। বিবাহের পূর্ব্বে কুমারীরূপে বিবাহের পর সহধর্ম্মিনীরূপে ও পরে মা জননীরূপে কিরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয় তাহারই আদর্শ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। 'সতীত্ব মাহাত্ম্যে' ইহারও আভাষ পাওয়া যায়। যাঁহারা সংসারক্ষেত্রে নূতন তাঁহাদের জীবনে দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব্বে একবার বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে কি? যে তাঁহাদের কার্য্যের গুরুত্ব কিরূপ? বিবাহের মন্ত্রে দেখিতে পাই কন্যা প্রার্থনা করেন "হে অরুন্ধতি! আমি যেন কায়মনোবাক্যে তোমার মত স্বামীর প্রতি অবিরুদ্ধা হই।" তাঁহারা চাহেন জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সতী সেই অরুন্ধতীর মত হইতে। একসময় অগ্নিদেব সপ্তর্ষি পত্নীগণের

প্রতি আসক্ত হন ও তাঁহার পত্নী স্বাহাদেবী তাহা জানিতে পারিয়া পরপর ছয়টী ঋষিপত্নীর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন কিন্তু অরুন্ধতীর রূপ ধারণ করিতে পারেন না। তিনিও কম সতী নহেন, তথাপি অরুন্ধতীর সতীত্বের প্রভাব এতই অধিক ছিল যে তাঁহার অনুকরণ পর্য্যন্ত তিনি করিতে সাহস পাইলেন না; সেইজন্য শাস্ত্রকারগণ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠা সতী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

যাঁহারা নিজনিজ পার্থিব সুখশান্তির কথা ভুলিয়া যান তাঁহারা জানেন—

"বৈবাহিকো বিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারঃ বৈদিকঃ স্মৃতঃ।
পতিসেবা গুরৌ বসো গৃহার্থ অগ্নি পরিক্রিয়া।"

বিবাহই তাঁহাদিগের পক্ষে বৈদিক সংস্কার, পতিসেবাই গুরু কুলে বাস এবং গৃহকর্ম্ম অগ্নিপরিচর্য্যা স্থানীয়। এই স্থলে নিমাই পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা মনে পড়ে। যখন চৈতন্যদেব পত্নীকে মাতৃসেবা করিবার আদেশ দিয়া হরিনাম বিলাইবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান সেই সময় কেহ কেহ বিষ্ণুপ্রিয়াকে পিত্রালয়ে থাকিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহাতে বিষ্ণুপ্রিয়া বলিয়াছিলেন "স্বামীর গৃহ স্ত্রীজাতির নিকট সকল তীর্থের সার এবং স্বর্গ হইতে পবিত্রতম স্থান, ইহার প্রত্যেক অণুপরমাণু আমার হৃদয়দেবতার পদরজে পরম পবিত্রীকৃত হইয়া রহিয়াছে। ইহার প্রত্যেক বৃক্ষলতা তাঁহার দেবতার স্বরূপ প্রদান করিতেছে। আমি

এমন পবিত্র মনোরম স্থান পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইতে কোথায় যাইব ? বিশেষতঃ তাঁহার আরাধ্যা জননী, যাঁহার সেবা করিয়া তিনি ধন্য হইতেন, আমি সেই সর্ব্বমঙ্গলময়ী দেবীকে ছাড়িয়া আর কোথাও যাইব না। এখন এই মাটীতে হাড়কয়লা রাখিতে পারিলেই আমি কৃতার্থ হইব।" বিষ্ণুপ্রিয়ার সংসারে অর্থাভাবে খাদ্যাভাবে অত্যন্ত কষ্ট, তথাপি স্বামীর আদেশ পালন করিতে ও স্বামীর জননীকে সর্ব্বমঙ্গলময়ী জননীরূপে পূজা করিতে তিনি অণুমাত্র বিচলিতা হন নাই। যে রমণী কায়মনোবাক্যে বিষ্ণু-প্রিয়ার মত পতি ও পতিসম্পর্কিত ব্যক্তিগণকে দেবতার ন্যায় সেবা করেন তিনিই আদর্শ রমণী। তাই প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন "নারীজাতির প্রধান কর্ত্তব্য পতিসেবা, পতির প্রতি অসদ্ব্যবহার করিলে, পতিকে সর্ব্বদা কটু বাক্য বলিলে নারীর যন্ত্রণাদায়ক পীড়া ভোগ করিতে হয়। ইহা শাস্ত্রকর্ত্তরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। এই রোগের একমাত্র ঔষধ পতির পদানত হওয়া এবং কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাওয়া। পতি দেবতা, তিনি অত্যন্ত দুঃখদরিদ্রতায় পতিত হইলেও স্ত্রীর পূজনীয়। পতিও নারীকে ভগবৎশক্তি জ্ঞান করিয়া মর্য্যাদা করিবেন। পত্নী স্বামীকে নারায়ণ মনে করিয়া সেবা করিবেন। যে সংসারে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সে সংসারে কখনও অমঙ্গল হয় না।"

আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু সতীসাধ্বী রমণী স্বামীকে তাঁহার সকল কার্য্যে সাহায্য করিয়া সুযুক্তি ও উৎসাহ দিয়া স্বামীর যাহাতে অভীষ্ট কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয় তাহা করিবার জন্য সর্ব্বদাই কায়মনোবাক্যে যত্ন করেন। তাঁহারা মনে রাখেন—

"অর্দ্ধেক শরীর ভার্য্যা সর্ব্ব শাস্ত্রে লেখে,
ভার্য্যা সম বন্ধু রাজা নাহি কোন লোকে।
পরম সহায় সতী পতিব্রতা নারী,
যাহার সহায় রাজা সর্ব্ব ধর্ম্ম করি।
ভার্য্যা বিনা গৃহ শূন্য অরণ্যের প্রায়,
বনে ভার্য্যা সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলায়।
ভার্য্যাহীন লোকে কেহ না করে বিশ্বাস,
সর্ব্বদা দুঃখিত সেই সর্ব্বদা উদাস।
ভার্য্যাবন্ত লোক ইহকাল বঞ্চে সুখে,
মরণে সংহতি হইয়া তরে পরলোকে।"

প্রত্যেক পিতামাতার প্রত্যেক গৃহস্থের এরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য যাহাতে তাঁহাদিগের পুত্রকন্যাগণ পরস্পরের দৈনন্দিন কর্ত্তব্যকর্ম্ম শিক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করে। পুস্তক পাঠ বা গুরুর নিকট শুনিয়া শিক্ষা করা কষ্টসাধ্য; কিন্তু তাহারা যদি বাল্যকালে জনকজননীকে আদর্শরূপে সম্মুখে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহারা আপনাআপনিই সেই সমস্ত গুণ শিক্ষা

করিতে পারে ; কারণ বাল্যকালে অনুকরণ প্রবৃত্তি বড়ই প্রবল থাকে। তাহারা একবার যাহা দেখে তাহাই শিখিয়া লয়। বিশেষতঃ বালিকাগণ সর্ব্বদাই জননীর সহিত বাস করে, তাহারা অন্যান্য গৃহকর্ম্মের সহিত পিতামাতার আচরণও যদি শিক্ষা করিতে পারে—

শুশ্রূষয়স্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে,
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়োঃ বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ।

তাহা হইলে ভবিষ্যতে বড় হইয়া যখন শ্বশুরালয় যাইবে তখন আপনা হইতেই গুরুজনদিগকে সেবা করিবার প্রবৃত্তি আসিবে। স্বামী রুষ্ট হইলে রুষ্ট না হইয়া বরং তুষ্ট করিবার ইচ্ছা হইবে। পরিজনদিগকে, পোষ্যদিগকে, অনুগত দাসদাসীদিগকে যত্ন করিবার প্রবৃত্তি থাকিবে। স্বামীর অর্থগৌরবের অহঙ্কার থাকিবে না। ভগবানের শ্রীচরণে বিনীতভাবে সর্ব্বদাই মস্তক অবনত থাকিবে। জগতের সকলকে সমান চক্ষে দেখিতে শিখিবেন। শত্রুমিত্র ভেদ থাকিবে না। সকলেই জননী বলিয়া চরণে লুণ্ঠিত হইবেন। এরূপ মাতৃত্ব লাভের ইচ্ছা জননীজাতির সকলের মধ্যেই থাকা উচিত ; তাহা হইলে এজগত স্বর্গ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া পরিগণিত হইবে। সকল মানুষের অন্তর পবিত্র হইবে। হিংসা

দ্বেষ, ব্যভিচার প্রভৃতি যাবতীয় সৃষ্টিধ্বংসকর, ধর্ম্মহানিকর, পাপের পথ নষ্ট হইবে। পুনরায় সত্যযুগ দেখা দিবে। তখন সকলেই নবীন বাবুর "সুভদ্রাকে" প্রতি রমণীর মধ্যে দেখিতে পাইবেন। তখন সকলেই সুলোচনার মত দেখিবেন—

আজি একাদশ দিন বাধিল এ পোড়া রণ
দেখি নাই তব হাসিমুখ।
এইরূপে রাত্রিদিন মরিয়া মড়ার তরে
নাহি জানি পাও কিবা সুখ।

সুভদ্রা। ততোধিক রমণীর আছে কিবা সুখ
রোগে শান্তি, দুঃখে দয়া, শোকেতে শান্ত্বনা ছায়া
দিদি, এই ধরাতলে রমণীর বুক।
এতাধিক রমণীর আছে কিবা সুখ।
যেমতি অনল জল সৃজিলেন নারায়ণ,
সৃজি সেইরূপ দিদি! রোগ, শোক, দুঃখ
সৃজিলা অনন্ত প্রেমপূর্ণ নারীবুক।
আছে আর কিবা সুখ, হায়, এইরূপ যদি,
ঢালিয়া অমৃত মৃতে শান্তি যন্ত্রণায়
রমণী জীবন গঙ্গা বহিয়া না যায়।

* * * *

শক্র! শত্রু কি মানুষ নহেলো আমার মত?

রক্ত মাংস নাহিকো তাহার ?
তোমার আমার প্রাণ, নহে কি শত্রুর প্রাণ ?
এক জল ভিন্ন জলাধার।
এক ভগবান সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠান্
সর্ব্বময় এক অদ্বিতীয় !
কেবা তুমি, কেবা আমি, কেবা শত্রু, মিত্র কেবা ?
কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয় ?
যেই জন পুণ্যবান কে না তারে বাসে ভাল ?
তাহাতে মহত্ত্ব কিবা আর ?
পাপীরে যে ভালবাসে, আমি ভালবাসি তারে,
সেই জন প্রেম অবতার।
সুগন্ধি নির্গন্ধ ফুল বিরাজিছে সমভাবে
দেখ অঙ্গে মাতা বসুধার !
সমুজ্জ্বল রত্নসহ অনন্ত বালুকা রাশি
বহিতেছে গর্ব্বে পারাবার।
জগতে সাম্য নীতি সুখময় প্রেম গীতি,
মানবের কি শিক্ষার স্থান।
সর্ব্বত্র সমান প্রেম, সর্ব্বত্র সমান দয়া,
সর্ব্বত্র কি একত্ব মহান।
না, দিদি ! আমার বিশ্বজননীর ছবি

আমাদের শত্রু মিত্র নাই।

বরিষার ধারামত অজস্র জননী প্রেম

সর্ব্বত্র ঢালিয়া চল যাই!

মিত্রকে যে ভালবাসে সকাম সে ভালবাসা

সেত ক্ষুদ্র ব্যবহার ছার!

শত্রু মিত্র তরে যার সমভাবে কাঁদে প্রাণ

সেই জন দেবতা আমার।

*　　*　　*　　*

প্রেম ধর্ম্ম এই দিদি! কালি কৃষ্ণার্জ্জুন মত

দেখিতাম সকল সংসার।

মাতৃস্নেহ পূর্ণ বুকে আজি দেখিতেছি সব

অভিমন্যু উত্তরা আমার।

আজ সুভদ্রা জননী জগতের যত জীব সকলের মধ্যে তাঁহার একমাত্র পুত্র অভিমন্যু ও বধূ উত্তরাকে দেখিতেছেন। সেই পূর্ণ মাতৃস্নেহ বক্ষে ধারণ করিয়া হিংসাময় সমরক্ষেত্রে তিনি অবতীর্ণা। তাঁহার নিকট ভেদনীতি নাই, সকলেই তাঁহার চক্ষে সমান। তাঁহার সকাম ভালবাসা নহে, ইহাকে নিষ্কাম প্রেম বলে। ইহাতেই দেবত্ব লাভ হয়।

এই প্রেমে মানবের স্বর্গের সোপান,

এই প্রেমে মর্ত্তে অবতীর্ণ ভগবান।

আসক্তির করালতা, ছায়া কামনার,
নাহি যার প্রেমে, সেই উপাস্য আমার।

অন্যদিকে পুরুষও জগতের যত রমণী আছে সকলকে মায়ের মত দেখিবেন। তাহা হইলে অন্তরের ভাব পবিত্র হইবে। মুক্তির পথ প্রশস্ত হইবে। তাই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোকসকলকে মায়ের মত দেখতে হবে। মা জননী সেই বিশ্ব জননী মা, গর্ভধারিণীর সমান। স্ত্রীলোকের মধ্যে মাকে দেখে প্রণাম কর। মা আনন্দময়ী যদি সমস্ত নরনারীর মধ্যে দেখ, কি একটি নারীকে সেইভাবে ভালবাসিতে পার। সে দেবী! দেবী! দেবী! তাঁহাকে প্রণাম করিলে পাপ দূর হয়। এরূপ যদি পার এক দিনে সিদ্ধি লাভ করিতে পার।" ঋষিগণ বলিয়াছেন "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎস্ত—সমস্ত স্ত্রীলোক তোমারই অংশভূত।"

নরনারীর মধ্যে এই ভাব প্রবাহিত হইলে সাম্যনীতি দেখা দিবে। মনের দ্বৈধভাব ঘুচিয়া যাইবে। সকাম ভালবাসার পরিবর্ত্তে নিষ্কাম প্রেম দেখা দিবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে "সতীত্ব মাহাত্ম্যের" রচয়িত্রী শ্রীমতী কমলাসনা দেবী আমার কনিষ্ঠা সহোদরা। তিনি তাঁহার পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। আমার সে যোগ্যতা না থাকিলেও তাঁহার নির্ম্মিত প্রতিমাটি পূজা

করিবার ভার যখন আমাকে দিয়াছেন, আমি সে ভার গ্রহণ করিয়া তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আশা করি এসম্বন্ধে দু'চার কথা যাহা বলিয়াছি তাহা পাঠকপাঠিকাগণ অপ্রাসঙ্গিক মনে করিবেন না। ইতি—

বাইনান, (হাওড়া)
৪ঠা আশ্বিন, ১৩৩১ সাল।

শ্রীঅরবিন্দনাথ চট্টোপাধ্যায়

সতীত্ব-মাহাত্ম্য

—:০:—

প্রথম অধ্যায়।

সতীত্ব

সতীত্ব রমণীর অমূল্য রত্ন; সেই রত্ন রক্ষার জন্য রমণীগণ সুখ পরিত্যাগ করিতে পারেন, এমন কি প্রাণকেও তুচ্ছ মনে করেন। সেজন্য রমণীগণ সেই প্রিয়তম অমূল্য রত্নকে হৃদয়ের অসীম সৌন্দর্য্য বলিয়া জ্ঞান করিবেন।

এই সতীত্বকে সকলে ভয় করেন, এমন কি দেবরাজ ইন্দ্র, ধর্ম্মরাজ যম, বরুণ, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি সকলেই সতীর নিকট যোড়হস্ত। হে রমণীগণ, আপনারা সযত্নে সেই ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন। সতী কুৎসিতা হইলেও তাঁহার শরীর হইতে এক উজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়; আর অসতী সুন্দরী হইলেও তাঁহার মধ্যে সে জ্যোতিঃ থাকেনা; তিনি দেখিতে মলিনা হন। সতী হীনবংশজাতা হইলেও তাঁহার চরণে মস্তক আপনা আপনি লুটাইয়া পড়ে; আর অসতী উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেও তাঁহাকে দেখিলে ঘৃণার সঞ্চার হয়। এমন কি সতীর পায়ের নখ দেখিলেও ভক্তি হয়।

এমন সতীত্ব যাহাতে চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে সর্ব্বদা তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য ; যেন কোনরূপে ইহা অন্তহিত না হয়। এই সতীত্বের তেজে সাবিত্রী যমরাজকে পরাভূত করিয়া মৃতপতিকে জীবিত করিয়াছিলেন। সতীত্বের তেজে দক্ষদুহিতা সতী স্বইচ্ছায় প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ভীমসেনসুতা দময়ন্তীর কটাক্ষ দৃষ্টিপাতে ব্যাধ ভস্মীভূত হইয়াছিল। জনক রাজের কন্যা সীতা সতীত্বের তেজে অগ্নিকে পরাস্ত করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, চিন্তাদেবী শনির ক্রোধে স্বামীর সহিত বনবাসিনী হন ও সদাগরের নৌকায় বন্দিনী থাকিয়া বহুকষ্টে সতীত্ব রক্ষা করেন, শৈব্যা স্বামীকে ঋণমুক্ত করিবার জন্য অন্যের নিকট বিক্রীতা হইয়া বহুযত্নে সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। ব্যাধনারী ফুল্লরাও নিজ সতীত্ব রক্ষার জন্য বহুকষ্ট পাইয়াছিলেন। পতিব্রতা নাম্নী এক দ্বিজকন্যা সতীত্বের জোরে তিন দিন সূর্য্যোদয় বন্ধ রাখিয়াছিলেন। দেখুন, সতীত্বের কিরূপ মহিমা! বেহুলা ছয় মাসের মড়াকে সতীত্বের জোরে বাঁচাইয়াছিলেন, খুল্লনা সতীত্বের তেজে কারাগার হইতে স্বামীকে ও সমুদ্র হইতে পুত্রকে মুক্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে সতীরমণীগণ ধন্য হইয়াছিলেন। সংসারে ইহা ভিন্ন আর তরিবার কোন উপায় নাই, ইহসংসারে পুরুষের বীরত্ব ও রমণীর সতীত্বই পরম শক্তি ও চরম ব্রত। রমণীর এ ব্রত অপেক্ষা আর কোন শ্রেষ্ঠ ব্রত নাই, যাঁহারা এ ব্রত পালনে অক্ষম

নিকট প্রার্থনা করিলেন—“সাবিত্রীর যেন চিরদিন এইরূপ মতি থাকে।” সাবিত্রীর এইরূপ একান্ত ইচ্ছা জানিয়া অশ্বপতি সত্যবানকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। লোকমুখে সমস্ত অবগত হইয়া সত্যবান মহাসমারোহে সাবিত্রীর পাণিগ্রহণ করিবার জন্য অশ্বপতি রাজার রাজপ্রসাদে উপস্থিত হইলেন। যথানিয়মে বিবাহ সম্পন্ন হইলে বরকন্যা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

সাবিত্রী শ্বশুরালয়ে ভোগযত্নে দিনপাত করিতেছেন কিন্তু প্রাণে সর্ব্বদা ভয় বাড়িতেছে, স্বামীর গনাদিনগুলি ফুরাইয়া আসিতেছে। তাই তিনি তিনদিন অনাহারে লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করিবেন এরূপ ব্রত গ্রহণ করিলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণপক্ষে পক্ষ পেয়ে চতুর্দ্দশী,
লক্ষ্মীনারায়ণে সতী পূজে অহর্নিশি।
শুদ্ধভাবে একমনে বসিল সুন্দরী,
অনায়াসে বঞ্চিলেন দিবসশর্ব্বরী।
প্রাতে উঠিয়া সতী করি সযতন,
বিধিমতে করাইলেন ব্রাহ্মণ ভোজন।
এইমতে বঞ্চিলেন দ্বিতীয় প্রহব,
সেইদিনে পূর্ণ সত্যবানের বৎসর।
তাহাতে নৃপতি সুতা চিন্তাকুলমনা,
হেনকালে শুন সবে দৈবের ঘটনা।

প্রত্যহ সত্যবান কুঠার লইয়া বন হইতে ফলমূল আনিবার জন্য যান, সেইদিনও পূর্ব্ববৎ বনে গমন করিতেছেন।

সাবিত্রী পাইয়া বার্ত্তা দেখে অন্ধকার,
শুনিলেন বনে চলে রাজার কুমার।
সতী ভাবে কালপ্রাপ্ত যদি মম পতি,
আমার উচিত হয় থাকিতে সংহতি।

সাবিত্রী এই ভাবিয়া পতির সহিত গমন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে নানা কথাবার্ত্তায় পথশ্রান্তি দূর করিতেছিলেন। অবশেষে নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া সত্যবান নানা ফলমূল সংগ্রহ করিয়া সাবিত্রীকে তাহা রক্ষা করিতে দিলেন। এইরূপে বহু ফলাদি সংগ্রহ করিয়া সত্যবান কাষ্ঠসংগ্রহ করিতে বৃক্ষারোহণ করিলেন। কিছুক্ষণ কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া সত্যবানের শিরঃপীড়া আরম্ভ হইল। তিনি বলিলেন, "সাবিত্রী, এই বৃক্ষের উপরই আমার মৃত্যু হইবে, যেন শত শত কালসর্প আমাকে দংশন করিতেছে।" সাবিত্রী পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিলেন, "এখনই ভাল হইবেন, আপনি ধীরে ধীরে নামিয়া আসুন।"

সত্যবান অতি কষ্টে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। সাবিত্রী তখন অঞ্চল পাতিয়া সত্যবানকে শয়ন করাইলেন ও নিজের উরুদেশে স্বামীর মস্তকটী রক্ষা করিলেন। সত্যবান ক্রমে জ্ঞানশূন্য হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মৃত্যুপতি যমও দূত প্রেরণ করিলেন কিন্তু সাবিত্রী সত্যবানকে স্পর্শ করিয়া

থাকায় তাঁহারা দেখিলেন সতীর কোলে তাঁহার স্বামী, সেই জন্য সতীর তেজে কিছুতেই তাঁহারা স্বামীর কায়া স্পর্শ করিতে না পারিয়া যমরাজকে সমস্ত বলিলে, যমরাজ শুনিয়া সর্ব্বনাশ মনে করিয়া স্বয়ং আনিতে গমন করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সাবিত্রী তাঁহার স্বামীকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। তখন যম মধুর, কোমল ও মৃদুস্বরে বলিলেন, "মা, তোমার স্বামীর কালপ্রাপ্ত হইয়াছে, ছাড়িয়া দাও, আমি লইয়া যাই, মৃত্যুর পর সকলেই আমার নিকট গমন করে।" তাহা শুনিয়া সাবিত্রী ভক্তিসহকারে স্বামীকে সেইক্ষণ ছাড়িয়া দিলেন; তখন যমরাজ আনন্দিত হইয়া সত্যবানকে লইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। সাবিত্রী তাঁহার পশ্চাতে চলিলেন; কিছু দূর যাইয়া যমরাজ পশ্চাতে চাহিলেন—দেখিলেন, অসম্ভব—নারী জীবিত অবস্থায় তাঁহার পশ্চাৎ অনুগমন করিতেছে। তখন সাবিত্রীকে বলিলেন, "মা, তোমার স্বামীর কালে মৃত্যু হইয়াছে, তুমি কোথায় যাইবে? জগতে পরম্পর সকলেরই এইরূপ নিয়ম আছে। এবার ঘরে যাইয়া স্বামীর উর্দ্ধগতি চিন্তা কর।" ধর্ম্মরাজের মুখে এই কথা শুনিয়া সাবিত্রী বলিলেন, "পিতা, আমি সবই জানি, কিন্তু মায়াজালে বদ্ধ, নচেৎ কে বা কার?

কাল পূর্ণ মরে পতি দুঃখ নাহি ভাবি,
সকলে মরিবে কেহ নহে চিরজীবী।

এই বিশ্বমাঝারে যত প্রাণী জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সকলেই এক দিন না এক দিন মরিবেই—ইহা নিজ ইচ্ছায় নহে, বিধির বিধানে। আমার পতি স্বকর্ম্ম ভোগ করিবেন, আমার কোন সাধ্য নাই যে আমি তাঁহার উর্দ্ধগতি করি।" এইরূপে বহু কথা বলিলেন। সাবিত্রীর মুখে এইরূপ রমণীয় যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ পরিতুষ্ট হইযা বলিলেন, "পৃথিবীতে তুমিই সাধ্বী ও পরম সুশীলা। তোমার জনকজননী ধন্য; তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" ইহা শুনিয়া সাবিত্রী বলিলেন, "যদি কৃপা হয়, তবে এই বর প্রদান করুন যেন আমার অপুত্রক পিতা পুত্রবান হন।" তাহা শুনিয়া যমরাজ বলিলেন "তোমার পিতার উত্তম পুত্র হইবে; এইবার তুমি মা, ঘরে যাও।" তখন সাবিত্রী কহিলেন, "পিতা, আপনার সঙ্গ ছাড়িতে আমার এক মুহূর্ত্তও ইচ্ছা হয় নাই।

সতের সঙ্গেতে যেন কাশীতে নিবাস
আমারে করিতে চাহ তাহাতে নিরাশ।
পূর্ব্বপিতৃ পুণ্য বলে, নিজ ভাগ্য বশে
তোমা হেন গুণনিধি পাই অনায়াসে?
ইহা হইতে কর্ম্মবন্ধ না হইলে ক্ষয়
জানিনু আমারে বাম বিধাতা নিশ্চয়।"

এইরূপ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া যমরাজ বলিলেন, "পুনঃ

পুনঃ আমার হৃদয়ে আনন্দ জন্মাইতেছে—তুমি আর একটি বর প্রার্থনা কর—সত্যবানের জীবন ভিন্ন।” ইহা শুনিয়া সাবিত্রী বলিলেন “যদি অনুকম্পা হয় তবে বর প্রদান করুন, যেন আমার অন্ধ শ্বশুর চক্ষু লাভ করেন।” শমন বর দিলেন “তোমার শ্বশুরের চক্ষু হইবে, অনেক রাত্রি হইয়াছে, নিজ স্থানে যাও। ইহা শুনিয়া সাবিত্রী বলিলেন, “আপনি সকল অবগত আছেন, আমি কখনও সংসারের বাসনা করি নাই।” তাহাতে ধর্ম্মরাজ কহিলেন “দেবী, তুমি পরম সুশীলা এবং পুণ্যবতী, তোমার বাক্যে আমি হর্ষপূর্ণ হইলাম—সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর একটী বর প্রার্থনা কর।” সাবিত্রী বলিলেন, “আর লোভ করিব না—‘লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, পাছে হয় ক্ষোভ”। তথাপি যমরাজ পতির জীবন ভিন্ন অন্য বর দিতে প্রস্তুত হইলেন। সাবিত্রী তাহাতে প্রার্থনা করিলেন যেন তাঁহার শ্বশুর পুনরায় রাজ্য লাভ করেন। যম বলিলেন “তাঁহার রাজ্য লাভ হইবে তুমি স্বস্থানে গমন কর।” দেবী সংসার অসার, ও মায়া জালে আবদ্ধ—এইসব বর্ণনা করিয়াও ধর্ম্মরাজের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে কিছুতেই স্বীকৃত হন না দেখিয়া ও তাঁহার জীবনের মায়া নাই বুঝিয়া যম পুনরায় বর দিতে প্রস্তুত হইলেন। দেবী বলিলেন, “বান্ধব, শ্বশুর, নারী, পুত্র, পিতামাতা ইহারা ফলে অনর্থের হেতু, কেবল দুঃখ প্রদান করে মাত্র। তসরের পোকা যেমন কর্ম্ম

সূত্রে বন্দা হইয়া মরিয়া যায় সেইরূপ আমার সংসার অসার। কর্ম্মভোগ করিবার ইচ্ছা নাই, ঘোর সংসারে পুনরায় যাইতে আমার ইচ্ছা নাই, তোমার পার্শ্বে থাকিয়া আমার আত্মতৃপ্ত হউক আমি যাইব না।" তখন ধর্ম্মরাজ পুনরায় বর প্রার্থনার জন্য অনুনয় করিলে তিনি প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর সত্য-বান হইতে শত পুত্রের কামনা করিলেন। যমরাজ 'তথাস্তু' বলিয়া বর দিলেন এবং বলিলেন "এবার ঘরে যাও"—এই বলিয়া যম তাড়াতাড়ি চলিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখিলেন সাবিত্রী তাঁহার পশ্চাতে। তখন তিনি ভাবিলেন সাবিত্রী যদি তাঁহার নগরীর মধ্যে প্রবেশ করেন তাহা হইলে যমপুরী উলট পালট হইয়া যাইবে। তবে যদি সতীকে তাঁহার স্বামী ফিরাইয়া দেই তাহা হইলে সকলে আমার কুযশ ঘোষণা করিবে। এখন উভয় সঙ্কট। এই সতীর অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করিতে পারি নাই। এইরূপ দুঃখে নিতান্ত কাতর ও বিরক্ত হইয়া সাবিত্রা কহিলেন, "দেবী, তোমাকে চারিটা বর দিলাম, তবু কেন আমার সহিত আসিতেছ?" সাবিত্রী কহিলেন "আপনি লইয়া যাইতেছেন তাই যাইতেছি নচেৎ এমন কি সাধ্য যে আপনার সঙ্গে যাই। ধর্ম্মরাজ কহিলেন "কৈ লইয়া যাইতেছি?" দেবী কহিলেন "ঐ হস্তের মধ্যে।" ধর্ম্মরাজ কহিলেন "ইহা ত তোমার প্রাণ নহে, ইহা সত্যবানের। "সত্যবানই ত আমার

প্রাণ। যেমন কায়াকে লইয়া গেলে ছায়া তার সঙ্গে সঙ্গে যায় সেইরূপ আমিও যাইতেছি। বিশেষ আপনি যে বর দিয়াছেন তাহা স্মরণ করুন। এই সত্যবান হইতে শত পুত্র হইবে। ইহার বিধান আগে করুন। তখন আপনার নিকট আমার আর কোন প্রার্থনা নাই।" সাবিত্রীর মুখে এই কথা শুনিয়া যমরাজ বলিলেন "এই লও তোমার স্বামী। এই তিন ভুবনের মধ্যে তুমিই আদর্শ সতী, পরম সুখে কাল যাপন কর। মৃত্যুর পর উভয়ে বিষ্ণুলোকে গমন করিবে।" ইহা বলিয়া যমরাজ সাবিত্রীকে সেই সত্যবানের কায়ার নিকট পাঠাইয়া নিজে স্বস্থানে চলিলেন। সাবিত্রী সেই প্রাণটী লইয়া সত্যবানের কায়ার মধ্যে দিলেন তখন সত্যবান যেন নিদ্রাভঙ্গ হইয়া উঠিলেন। সত্যবান ধীরে ধীরে সাবিত্রীকে বলিলেন, "আমি অতিশয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, আমার কেন শীঘ্র নিদ্রা ভঙ্গ করাইলে না, এখন কেমন করিয়া ঘরে যাইব ?" সাবিত্রী বলিলেন "আপনি জানেন স্বামীর নিদ্রা ভঙ্গ করিতে নাই, এই রাত্রিকালে কোথায় যাইব ? এই বৃক্ষের নীচে উভয়ে থাকি, কল্য বাটী যাইব।" এদিকে সত্যবানের পিতা চক্ষুলাভ করিয়াছেন, পরদিন প্রাতে সত্যবানকে দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন।

সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতি তাঁহাদের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পূর্ব্বের সমস্ত কথা সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"নারদ যে কথা বলিয়াছিলেন সেই বিপদ হইতে কেমন করিয়া উদ্ধার হইলে?" সাবিত্রী সমস্ত বিবরণ পিতার নিকট বলিলেন। তখন অন্যান্য সকলে অদ্ভুত কথা শ্রবণ করিয়া ধন্য ধন্য করিলেন। পর দিন সত্যবানের পিতৃরাজ্য হইতে প্রজারা আসিয়া বলিলেন "মহারাজ, শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়াছি, ত্বরায় স্বরাজ্যে গমন করুন।" সত্যবান প্রভৃতি সকলে স্বরাজ্যে গমন করিলেন এবং সত্যবান ও সাবিত্রী সেই রাজ্যের অধীশ্বর ও অধী-শ্বরী হইয়া ক্রমে ক্রমে শত পুত্র লাভ করিলেন।

আমরা সাবিত্রীর সতীত্বে দেখিতে পাই তিনি কেবল সতী নহেন সাধ্বীও ছিলেন। তাই শুধু সতী হইলে হয় না সাধ্বী হওয়া প্রয়োজন। সাধ্বী রমণী কদাচ স্বামীর নিন্দা প্রকাশ করেন না। স্বামীর অপ্রিয় কার্য্য করেন না বা অপ্রিয় বাক্য প্রভৃতি প্রয়োগ করেন না। সতী হইয়া সাধ্বী না হইলে তাহার সতীত্বের সম্পূর্ণ ফল লাভ হয় না।

সতী সাধ্বী পতিব্রতা নারী বলি তারে,
কদাচ স্বামীর নিন্দা প্রকাশ না করে।
মূর্খ কিম্বা ধনহীন যদি হন পতি,
অধর্ম্ম অসৎকর্ম্ম করে নিতি নিতি।
সতীনারী পতিদোষ কখন না ধরে,
সে দোষ ঢাকিয়া পুনঃ গুণ ব্যক্ত করে।

ইহাই সতী সাধ্বী রমণীর কর্ত্তব্য। সকল রমণীরই এইরূপ হইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

চতুর্থ অধ্যায়

——:O:——

বহুনারীর এরূপ কুরীতি যে তাঁহারা গহনার জন্য স্বামীকে ব্যস্ত করিয়া তুলেন। ইহা একটী অনর্থের মূল; কিন্তু পুরাকালের একটী সতীকে দেখিতে পাই যিনি রাজকন্যা হইয়াও ভিখারী শ্মশানবাসী একজন সন্ন্যাসীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহজগতের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিয়া অঙ্গের রাজআভরণ পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিতা হন নাই এবং স্বামীর সহধর্ম্মিনী হইবার মানসে ও সধ্বী সতীর সতীত্বের আদর্শে স্বামীর পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি দক্ষযজ্ঞের সময় পিত্রালয়ে আগমন করিলে তাঁহার পিতা পতিনিন্দা করিয়া তাঁহাকে ভৎসনা করিয়াছিলেন। সতী কখনও পতিনিন্দা শ্রবণ করিতে পারেন না তাই তিনি পিতার মুখে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া একধ্যানে মনে মনে দেবাদিদেব মহাদেবের গুণ স্মরণ করিলেন ও পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

“পিতাগো এমন হরের নিন্দা ক’র না,
সবংশে মরিবে তবে বাতি দিতে কেও রবে না।
যখন তাঁর ক্রোধ হবে বল কেবা নিবারিবে,
আপনি ভস্ম হইবে দেখিবে সর্ব্বজনা।”

এই বলিয়া সতী পিতার চরণে পতিত হইলেন। তখন সভামধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। সতীর অন্যান্য ভগ্নীরা সতীর জীবন শেষ হইল দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। নন্দী, ভৃঙ্গি 'মা মা' রবে সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া সতীকে ভূমি শয্যায় শায়িত দেখিয়া শোকাকুল হইয়া মহাদেবের নিকট গমন করিলেন।

মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষালয়ে গমন করিলেন ও দক্ষের মস্তক ছিন্ন করিলেন। তখন সতীর জননী বিধবা হইলেন বলিয়া শিবের নিকট ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, শিবও সতীর সতীত্ব বুঝিতে পারিয়া ছাগমুণ্ড যোগ করিয়া দক্ষকে বাঁচাইলেন ও সতীর দেহ স্কন্ধে ধারণ করিয়া সমস্ত জগৎময় ঘুরিতে লাগিলেন।

ইহাতে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই এক ভক্তি থাকায় সতী মাত্র স্বামীনিন্দা শ্রবণে আত্ম বিসর্জ্জন করিলেন ও স্বামীও পাগলের মত সেই সতীর পবিত্র দেহ বহন করিয়া জগতে সতীর ও পতির মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা দেখাইয়া দিলেন। এই রূপ বহু দৃষ্টান্ত আমরা প্রাচীন ঋষিপ্রণীত গ্রন্থে দেখিতে পাই। আর এক উদাহরণ দময়ন্তী। তিনি সাবিত্রী ও সতীর মত পতির জন্য নানা কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

সতী দময়ন্তী

দময়ন্তী বিদর্ভরাজ ভীমসেনের কন্যা। একদিন সখিগণের সহিত পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী সোণার বর্ণ রাজহংস সরোবরে খেলা করিতেছে দেখিতে পাইলেন। ইহাকে ধরিবার ইচ্ছা হওয়ায় সখীগণকে ধরিতে বলিলেন। অতি কষ্টে সখীগণ উহাকে ধরিলেন। তখন সকলের অগোচরে হংস মধুর কথায় দময়ন্তীকে বলিল, "দেবী, আমাকে মারিবেন না, আমি নলরাজার চর, আপনার অভিপ্রায় জানিতে আসিয়াছি। নলরাজার ন্যায় তেজস্বী বীর পুরুষ আর নাই, তাঁহার উজ্জ্বল সোণার ন্যায় শরীর, আপনার কথা ভাবিতে ভাবিতে মলিন হইয়া আসিতেছে। রাজকার্য্যে তত আগ্রহ নাই, সর্ব্বদাই আপনার চিন্তা তাঁহার প্রধান করণীয় কার্য্য হইয়াছে। আপনার মনোভাব জানিতে নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছেন।"

পূর্ব্ব হইতেই দময়ন্তী নলের রূপগুণের কথা শুনিয়াছিলেন, নলের প্রতি তাঁহার অনুরাগের পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ হইয়াছিল। এখন হংসমুখে নলের অনুরাগের কথা শুনিয়া তিনি আরও আনন্দিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "যাও, পাখি, তুমি নলরাজাকে

বলিও আমি তাঁহাকেই বরণ করিব। তিনি যেন দাসীকে চরণে স্থান দেন।” এই বলিয়া হংসকে বিদায় দিলেন। হংস এই শুভসংবাদ বলিয়া নলকে অতিশয় আনন্দিত করিল। এদিকে দময়ন্তী মাবাপের বিনা অনুমতিতে এইরূপ কার্য্য করিয়া চিন্তিত হইলেন। ভাবিলেন মাতাপিতার অমত হইলে উপায় কি? এই ভাবিয়া সময়মত আহার নাই, নিদ্রা নাই; সখীসঙ্গ তাঁহার ভাল লাগে না, নির্জ্জনে বসিয়া কেবল হা হুতাশ আর দীর্ঘ নিশ্বাস! সখীরা কত ভাবে কত কথা জিজ্ঞাসা করে, কোন কথার কোন উত্তর নাই। দময়ন্তীর সে মনোভাব সখীদের বুঝিতে কষ্ট হইল না, কিন্তু তিনি যে কাহার প্রতি অনুরক্তা তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। সখীরা রাণীর নিকট সকল কথা বলিলেন। রাণী শুনিয়া রাজার কাছে বলিলেন, আরও বলিলেন “দময়ন্তী যে কাহারপ্রতি অনুরক্তা তাহা সখীরা বুঝিতে পারে নাই।” রাজা শুনিয়া ভাবিত হইলেন। তখন স্বয়ম্বরে কন্যার বিবাহ দিবেন দেশে দেশে প্রচার করিয়া দিলেন। যেখানে যে রাজা ও রাজপুত্র আছেন সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। উপস্থিত রাজপুত্রদের মধ্যে দময়ন্তী তাঁহার মনোমত বর বরণ করিবেন। স্বয়ম্বরের আয়োজন হইতে লাগিল। দময়ন্তী একটু আশ্বস্ত হইলেন। স্বয়ম্বরের পূর্ব্বদিবস নল রাজা বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে দময়ন্তীর কথা ভাবিতেছেন,

এমন সময় চারিজন দেবতা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া নলরাজা তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন ; পরিচয়ে জানিলেন তাঁহারা দেবরাজ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম। দেবতারা নলকে বলিলেন "আপনি আমাদের দূত হইয়া বিদর্ভ রাজ্যে গমন করুন, দময়ন্তীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিবেন, আমাদের চারিজনের মধ্যে তিনি কাহার গলায় বরমাল্য প্রদান করিবেন ?" এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। আর একটী বর প্রদান করিলেন, "তুমি অদৃশ্যভাবে সকলের অগোচরে পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে।" নলের উভয় শঙ্কট। যে দময়ন্তীর জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল, দেবতারা তাঁহাকেই চান—তবে ত দময়ন্তীর আশা ছাড়িতে হইল। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তিনি বিদর্ভরাজ্যে গমন করিলেন। এমন সময় দময়ন্তী বসিয়া মালা গাঁথিতে গাঁথিতে নলরাজার কথা ভাবিতেছেন, ঠিক সেই সময় নলরাজা সেখানে উপস্থিত। হঠাৎ সেইস্থানে পুরুষের আবির্ভাব দেখিয়া দময়ন্তী ভীতি বা বিরক্তির সহিত সেই স্থান হইতে তাঁহাকে চলিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। নলরাজা লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "রাজকুমারী, আমি চলিয়া যাইতে প্রস্তুত। দেবতাদের আদেশ, আপনার অনুমতি পাইলেই চলিয়া যাইব।" দময়ন্তী বলিলেন "আপনি যে কেহ হউন না কেন, এইরূপ ভাবে কুলবালার নিকট আগমন করা ভদ্রতা

বিরুদ্ধ।" এই বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। নলরাজা বলিলেন "আপনার রূপগুণের কথা শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্র, ধর্ম্মরাজ যম, বরুণ ও অগ্নি সকলে আপনাকে পাইবার আশা করিতেছেন। আপনি এই চারিজনের মধ্যে কাহার গলায় বরমাল্য প্রদান করিবেন দেবতাদিগকে জানাইলে সুখী হইবেন।" ইহা শুনিয়া দময়ন্তী বলিলেন "আপনি দয়া করিয়া দেবতাদিগকে বলিবেন যে তিনি পূর্ব্বে মনে মনে নলরাজাকে পতিত্বে নির্ব্বাচন করিয়াছেন সুতরাং এখন অন্যকে বরণ করিবার অধিকার নাই।" তাহা শুনিয়া নলরাজ চমৎকৃত ও আনন্দিত হইলেন, চক্ষুদিয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তথাপি আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, "রাজকুমারী, আপনি কোন সাহসে দেবতাদিগকে উপেক্ষা করিয়া মানবকে বরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? দেবতারা রাগ করিলে সর্ব্বনাশ হইবে, তখন ছার নল আপনার কি করিবে?" দময়ন্তী বলিলেন, "যায় যাক্ ধন যাক্, প্রাণ যাক্, সতীত্ব ত রবে। নলকে বিবাহ না করিয়া দেবতাদিগকে বিবাহ করিলে সুখ হইবে, কিন্তু সতীত্ব যাইবে।" তখন নল বলিলেন, "হতভাগ্য নল দেবতা-গণের অনুগত, দেবতাদের আদেশে যদি স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইতে না পারেন তবে আপনার দশা কি হইবে?" দময়ন্তী উত্তরে বলিলেন "দক্ষদুহিতা সতীর যাহা হইয়াছিল তাহাই

হইবে, নূতন আর কি ? নলের উদ্দেশ্যে বরমাল্য অর্পণ করিব, তিনি গ্রহণ করেন ভাল, নচেৎ সেই বরমাল্য বক্ষে ধারণ করিয়া নলের পবিত্র নাম জপ করিতে করিতে জীবন ত্যাগ করিব।" এই বলিয়া নীরব হইলেন। নল দময়ন্তীর কথা শুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইলেন; তখন আবেগভরে বলিয়া ফেলিলেন "হতভাগ্য নল, দেবতাদের কথায় আপনার নিকট আসিয়াছে।" ইহা শুনিয়া দময়ন্তী মনে মনে বলিলেন "এই কি .সেই নল ? সত্যই কি তিনি, আমার সম্মুখে উপস্থিত ?" এতক্ষণ নিম্নদৃষ্টে তাঁহার সহিত কথা কহিতেছিলেন, এখন একবারে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহাদের চারি চক্ষু এক হইল। তিনি লোকমুখে যেরূপ শুনিতেন, বা দিবারাত্র যাহা ধ্যান করিতেন সেইরূপ মূর্ত্তি সম্মুখে উপস্থিত। দময়ন্তী তখন মালাগাছটী তুলিয়া বলিলেন "ধর, এই বরমাল্য প্রদান করিলাম।" নল বলিলেন, "আমি এখন দেবদূত এই অবস্থায় বরমাল্য গ্রহণ করিতে পারি না।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে দময়ন্তী বলিলেন, "দেবতাদিগকে বলিবেন, তাঁহারা যেন কন্যাকে এই বর দেন 'নল রাজা যেন আমার পতি হন'।" এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

অন্তর্য্যামী দেবতারা সমস্ত জানিলেন তথাপি নলের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এমন সময় নল রাজা উপস্থিত হইয়া

দেবতাদিগকে সমস্ত কথা বলিলেন। ইহাও বলিলেন "তাঁহারা আমার পিতা, কন্যাকে যেন এই আশীর্ব্বাদ করেন নলরাজা যেন আমার পতি হন।" ইহা শুনিয়া দেবতারা নলের ন্যায় বেশ ধারণ করিলেন। নল ও চারিটী দেবতা একরূপ মূর্ত্তি হইলেন, যেই দেখিবে পাঁচজন নল মনে করিবে। পাঁচজনই স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইলেন। ক্রমে সভায় লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। স্বয়ম্বরের শুভ ক্ষণ নিকটবর্ত্তী হইল। দময়ন্তী সখীদের সহিত ধীরে ধীরে সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে দেবদ্বিজকে প্রণাম করিযা সভার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিলেন, কোথাও নলকে দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু বহুক্ষণের পর দেখিলেন এক আশ্চর্য্য ব্যাপার পাঁচজন নল একস্থানে বসিয়া আছেন। আকার, প্রকার পোষাক পরিচ্ছদ সমস্তই এক রকম। তখন তিনি ভাবিলেন এই চারিজন দেবতা, ছলে আমাকে লাভ করিবার আশায় এইরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। এখন তাঁহাদের মধ্য হইতে নিজের মনোনিত নলকে কিরূপে বাছিয়া বাহির করিবেন এই ভাবনাই প্রধান হইল। এমন সময় মনে মনে স্থির করিয়া দেবতাদের স্তব আরম্ভ করিলেন:—

"তোমরা যে অন্তর্য্যামী জানহ সকল,
পূর্ব্বে হংসমুখে আমি বরিয়াছি নল।

প্রসন্ন হইয়া দেব মোরে দেহ বর,
জ্ঞাত হ'তে পাই যেন আপন ঈশ্বর।"

দময়ন্তীর নানারূপ স্তুতি শুনিয়া দেবতাদের মন গলিয়া গেল। তাঁহারা নিজেদের প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। দেবী তখন আনন্দিত চিত্তে নলের গলায় বরমাল্য প্রদান করিলেন। তখন নলরাজা দেবতাদিগের নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। দেবতারা সন্তুষ্টচিত্তে নলকে বর প্রদান করিলেন।

ইন্দ্রের বরে যেখানে লক্ষ্মী নাই সেইখানে লক্ষ্মী লাভ হইবে। যমরাজ অস্ত্র, তূণ ও ধনু দান করিলেন। অগ্নি বিনা অগ্নিতে রন্ধন হইবার বর প্রদান করিলেন। বরুণ বর দিলেন প্রার্থনা মাত্র যেখানে ইচ্ছা জল পাইবে।

পথে দেবতাদের সহিত কলির সাক্ষাৎ হইল, তাহাকে সমস্ত বলিলেন। দময়ন্তী নলকে বিবাহ করিয়াছেন শুনিয়া কলির খুব রাগ হইল। এদিকে নল দময়ন্তীর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল। নল দময়ন্তীকে নিয়া স্বরাজ্যে ফিরিলেন। সেখানে মহাসুখে দিন যায়। কিছু দিন পরে, রাণী দময়ন্তীর একটী পুত্র ও একটী কন্যা হইল। পুত্রের নাম ইন্দ্রসেন ও কন্যার নাম ইন্দ্রসেনী রাখিলেন। তাঁহাদের পাঁচছয় বৎসর বয়স হইলে বিধি তাঁহাদের সুখে বাম হইলেন। একদিন

কলি ভাবিল "নলকে কিরূপে কষ্ট দিব—দেব স্বামী ছাড়িয়া দময়ন্তী নলকে বরণ করিয়াছেন তাহার শাস্তি দিতে হইবে।" এই বলিয়া নলের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু কোথাও কোন ছিদ্র পায় নাই যে কলি তাঁহার শরীরে প্রবেশ করে। একদিন দুর্ভাগ্যক্রমে সন্ধ্যা করিবার জন্য অসম্পূর্ণ পদ প্রক্ষালন করিলে সেই ছিদ্র পাইয়া কলি তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিল। কলির বুদ্ধিতে একদিন নল তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন "পুষ্কর, তোমার সহিত পাশা খেলিব।" পুষ্কর তাহাতে অগত্যা সম্মত হইল। উভয়ে খেলা আরম্ভ হইল। দৈবচক্রে নল যথাসর্ব্বস্ব হারিলেন। এই বার্ত্তা রাণী দময়ন্তী শ্রবণ করিলেন। আরও শুনিলেন তাঁহার স্বামী নলরাজাকে বন ভ্রমণ করিতে হইবে। ইহা শুনিয়া সহাস্য বদনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন "প্রভু, দাসী যেন সে সুখে বঞ্চিত না হয়।" তখন সারথিকে ডাকিয়া সমস্ত বলিলেন এবং তাহার সহিত পুত্রকন্যাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

মহারাজ সর্ব্বস্ব হারাইয়া এক বস্ত্র পরিধান মাত্র সম্বল লইয়া বাহির হইলেন। অন্তঃপুর হইতে দময়ন্তী তাহা শুনিয়া নিজ আভরণ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বস্ত্র পরিয়া নলের সহিত বনে যাইতে উদ্যত হইলেন। ক্রমে

নগর ছাড়িয়া বনে প্রবেশ করিলেন। ক্ষুধাতৃষ্ণায় উভয়ে কাতর। বন হইতে ফলমূল আনয়ন করিয়া জীবন রক্ষার জন্য কিছু ভক্ষণ করিলেন। কলি তাঁহার শরীরে আছে, সর্ব্বদা মন্দ বুদ্ধি উৎপন্ন হইতেছে। কলির মায়ায় একদিন কতকগুলি পাখী একস্থানে চরিতেছে, দেখিয়া নল তাহাদিগকে ধরিবার জন্য নিজের কাপড়টী তাহাদের উপর ফেলিয়া দিলেন। কলির মায়ায় সেই পক্ষীগণ সেই কাপড় লইয়া উড়িয়া গেল। নল উলঙ্গ, বনমধ্যে লুকাইতেছেন দেখিয়া দময়ন্তী পতির লজ্জা নিবারণ করিবার জন্য নিজের বস্ত্রের অর্দ্ধাংশ স্বামীকে দিলেন। এক বস্ত্র উভয়ে পরিয়া অতি কষ্টে চলিতে লাগিলেন। কলি সর্ব্বদাই ভাবিতেছেন কি করিয়া নল দময়ন্তীর বিচ্ছেদ হয়। নল সর্ব্বদাই বলেন "তুমি তোমার পিতার গৃহে যাও, কেন মিছামিছি বনে কষ্ট পাইতেছ?" তাহা শুনিয়া দময়ন্তী কহিলেন "এই দুঃসময়ে পিতার বাড়ী যাওয়া উচিত নহে। আপনি যেখানে থাকিবেন সেইস্থানই আমার নিকট নিষধ রাজ্যের অট্টালিকা। আপনি কষ্ট পান আমিও পাইব। তাহাকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান করা অনুচিত। আপনি সুখ পান ইহা আমার পরম সৌভাগ্য"—এই বলিয়া উভয়ে বনে বনে চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে অবসন্ন হইয়া দময়ন্তী নলের উরুতে মাথা রাখিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। এমন

সময় নল ভাবিতেছেন "এই ছাড়িবার উপযুক্ত সময়, কিন্তু উভয়ের এক বস্ত্র পরিধান, কেমন করিয়া ছাড়িব?" এই ভাবিতেছেন আর দরদর কাঁদিতেছেন। এমন সময় কলি খড়গরূপে রাজার নিকট উপস্থিত হইল। এই খড়গ দিয়া নলরাজ বস্ত্রের মধ্যস্থান কাটিয়া ফেলিলেন। কলির মায়ায় রাজা আচ্ছন্ন, নিদ্রিত রমণীকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। আবার বহুদূর যাইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন দময়ন্তী নিদ্রায় কাতর, দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

"সিংহ ব্যাঘ্র যক্ষ রক্ষ এ ঘোর কাননে,
কি গতি হইবে তোমার আমা বিহনে।
হে সূর্য্য পবন চন্দ্র বনের দেবতা,
তোমা সবে রক্ষা কর আমার বনিতা।"

এই বলিয়া নলরাজা চলিয়া গেলেন। আবার বহুদূর হইতে ফিরিয়া গেলেন, স্নেহ ছাড়িতে পারিলেন না। কাতর হইয়া কহিলেন "হে দেবী, তোমাকে অনাথা করিয়া চলিলাম। যদি বিধি ঘটান পুনরায় দেখিব, নতুবা এই শেষ দর্শন।" এই সকল ভাবিয়া কাঁদিলেন আবার দময়ন্তী পাছে জাগ্রত হন সেই ভয়ে বেগে পলায়ন করিলেন। এদিকে দময়ন্তীর নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলেন নলরাজা নাই এবং বস্ত্রের মধ্য ভাগ কাটা। তখন শোকাকুলা হইয়া ভাবিলেন কোন বন্য

জন্তু মারিয়া ফেলিয়াছে, আবার ভাবিলেন বস্ত্রের মধ্যভাগ কাটা কোন স্থানে পলায়ন করিয়াছেন। বহুবিলাপ করিয়া বনে বনে অনুসন্ধান করিলেন, ক্রমে বন ছাড়িয়া নগরে গিয়া পড়িলেন। আলুলায়িতকেশা, ছিন্নভিন্ন বেশা, অর্দ্ধবস্ত্র পরিহিতা পাগলিনীর ন্যায় চারিদিকে ঘুরিতেছেন; আর নলের অনুসন্ধান করিতেছেন। পাগলিনী জ্ঞানে সকলে তাহার গায়ে ধূলা কাদা দিতেছে, নানারূপ উপহাস করিতেছে। তিনি কোন দিক্ লক্ষ্য না করিয়া নলকে অনুসন্ধান করিতেছেন। কোথাও দেখিতে পাইলেন না। আবার বনে গমন করিলেন; এমন সময় হঠাৎ সেইখানে এক ভীষণ ভুজঙ্গম উপস্থিত হইয়া দময়ন্তীকে ভক্ষণ করিতে অগ্রসর হইল। তখন দময়ন্তী কাতর ভাবে বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন "হা, নাথ, এই সময় আপনার শ্রীচরণ দর্শন হইল না। আমি এই সর্পের দংশনে মারা যাইবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। মরি তাহাতে দুঃখ নাই, কিন্তু এই মৃত্যুকালেও আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল না।" এমন সময় দূর হইতে এক ব্যাধ সেই সর্পের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিয়া সর্পের প্রাণনাশ করিল; কিন্তু ব্যাধ ভীষণ মূর্ত্তিতে দময়ন্তীর নিকট অগ্রসর হইল। নিরাশ্রয়া দময়ন্তীর প্রাণের মধ্যে তখন কি হইতেছিল তাহা অন্য কিছুর সহিত উপমাযোগ্য নহে। তখন দেবী আকাশের প্রতি

দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন “হে সূর্য্যদেব আপনি এ বিপদ হইতে এ দাসীকে রক্ষা করুন।” এই বলিয়া সতীত্ব রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। নিবিড় বন, জনপ্রাণী নাই, কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে ? ভগবানকে ডাকিতেছেন আর ব্যাধকে পিতৃ সম্বোধন করিলেন। পাপিষ্ঠ কোন কথাই শুনে নাই— তখন কুপিতা ফণীনীর ন্যায় গ্রীবা বাঁকাইয়া ভীষণ ভ্রূকুটিতে ব্যাধের দিকে চাহিয়া দেবতাদিগকে কহিলেন “আপনারা সাক্ষী আমার কোন দোষ নাই।” পরে ব্যাধের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—

“সত্যশীল নলরাজ যদি মোর পতি,
নল বিনা অন্যজনে নাহি থাকে মতি।
রে পাপিষ্ঠ পরশিতে নারিবে আমায়,
এখনি পোড়াব তোরে সতীত্ব ছটায়।”

এই বলিয়া রক্তবর্ণ চক্ষে ব্যাধের দিকে চাহিলেন, অমনি ভগবানের দয়ায় সতীত্বের মহিমায় সতীর ক্রোধাগ্নিতে ব্যাধের শরীর জ্বলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে ব্যাধ ভস্ম হইয়া গেল। দময়ন্তী অর্দ্ধবস্ত্রে পাগলিনী, বনে বনে ঘুরিতেছেন, আর তাঁহার স্বামীকে খুঁজিতেছেন। তিনি যেখানে যাহাকে দেখিতেছেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “তোমরা কি নলরাজাকে এই পথে যাইতে দেখিয়াছ ?” তটিনী দেখিতেছেন

কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন "দেবী, তুমিত বহুদূর হইতে আসিতেছ, প্রভু কি তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তোমার তীরে জল পান করিতে আসিয়াছিলেন?" কমল দেখিয়া কহিতেছেন, "হে কমল, তুমি আমার নলকে লুকাইয়া রাখিয়াছ?" এই রূপ ব্যাকুল হইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কোন সন্ধান পাইলেন না। ক্রমে তাঁহার পিতার রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। মাতাপিতা দেখিলেন দময়ন্তীর আর সে রূপলাবণ্য নাই, সে হাসিমাখা মুখ নাই, আছে মাত্র পরম সৌন্দর্য্য সতীত্বের। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ভীমসেন সত্বর রাজ্যে রাজ্যে লোক পাঠাইলেন, প্রত্যেক লোককে যাইবার সময় দময়ন্তী বলিয়া দিলেন "আপনারা রাজসভায় এবং যেখানে সেখানে যাহাকে দেখিবেন তাহাকে এই প্রশ্ন করিবেন—

একাকী নির্জ্জনে লইয়া চিরি অর্দ্ধ শাড়ি
কোন দোষে ছাড়ি গেলা অনুরক্তা নারী?

যদি কেহ এই প্রশ্নের উত্তর দেন আপনি আসিয়া আমাকে বলিবেন।" চরগণ প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক লোককে এইরূপ করিয়া বলিলেন। একদিন এক চর রাজা ঋতুপর্ণের সভায় একথা উত্থাপন কারলে বাহুক নামে এক রাজার সারথি চরকে ডাকিয়া অন্যস্থানে লইয়া গিয়া কহিলেন "চর, আপনি কোন দেশ হইতে এখানে আসিয়াছেন, এবং সে মেয়েটী আপনার

কে হয়।” চর বলিলেন “সে মেয়েটা ভীমসেনসুতা দময়ন্তী, তিনি আমার প্রভুকন্যা।” বাহুক বলিলেন “তোমার প্রভু-কন্যার অন্যায় কর্ম্ম, কারণ তাঁহার স্বামীর দোষ সকলের কাছে প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যদি সতী হইতেন তাহা হইলে কখনও এই কথা বলিতে পারিতেন না।” বাহুকের এই কথা শুনিয়া চর দময়ন্তীর কাছে গিয়া সমস্ত বলিলেন। দময়ন্তী তাহাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিলেন “আর একবার সেইস্থানে যাইতে হইবে। রাজা ঋতুপর্ণকে বলিবেন দময়ন্তী দ্বিতীয়বার স্বয়ম্বর ইচ্ছা করিয়াছেন, বহু রাজা বিদর্ভ রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছে আপনি যদি তাহাকে পাইতে ইচ্ছা করেন তবে ত্বরায় গমন করুন।” দময়ন্তীর আদেশমত সুদেব তখনি ঋতুপর্ণের কাছে এই সংবাদ বহন করিলে তিনি নল রূপী বাহুক সারথিকে শীঘ্র রথ চালিত করিতে বলিলেন। বাহুকের রথচালনা মন্ত্রের তেজে কলি আর তাঁহার শরীরে থাকিতে পারিল না। সেইক্ষণেই কলি যোড়হাতে নলের নিকট উপস্থিত হইলে নল তাহাকে তৎক্ষণাৎ খড়গদ্বারা কাটিতে উদ্যত হইলেন। কলি বলিল “আমাকে মারিবেন না আপনাকে হিংসা করিয়া আমার ভীষণ দুর্দ্দশা হইয়াছে।” নল কলির কথায় তাহাকে ক্ষমা করিলেন এবং দ্রুত রথ চালাইয়া বিদর্ভরাজ্যে উপস্থিত হইলেন।

সেখানে স্বয়ম্বরের কোন আয়োজন নাই, কাজেই তাঁহারা কয়েক দিন ঐ রাজ্যে অবস্থান করিলেন। কালক্রমে নলরাজার পুত্রকন্যার সহিত নলের দেখা হইলে অপত্যস্নেহে কাতর হইয়া তাহাদের মুখ চুম্বন করিলেন। এই সংবাদ দময়ন্তীর নিকট পৌঁছিলে তিনি স্বয়ং আসিয়া নলরাজাকে দেখিলেন। তখন নল তাঁহাকে দেখিয়া আত্মবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অভিমানভরে বলিয়া ফেলিলেন "হা অদৃষ্ট! একদিন যিনি বিদর্ভরাজ্যে দেবতাদিগকে উপেক্ষা করিয়া নলরাজাকে বরণ করিয়াছিলেন আজ সেই দময়ন্তীর দ্বিতায়বার স্বয়ম্বরের কথা শুনিতে হইল!" দময়ন্তী কথা শুনিয়া একটু লজ্জিত হইলেন তথাপি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন "দময়ন্তী পতিগ্রহণ করিবে সত্য। নল যখন ছদ্মবেশ ধরিয়া পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন তখন দময়ন্তীকে সেই ছদ্মবেশধারী সারথি সেই নলকে পুনরায় আজ পতিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্বে রাজরাণী ছিলাম, এখন সারথিনী হইব। দ্বিতায় পতি না হইলেও দ্বিতীয় বার বটে।" তখন দময়ন্তী নলের বেশ বর্ণ মলিন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বেশ এমন কেন?" নল বলিলেন "কর্কট দংশনে এইরূপ হইয়াছে।" তখন দময়ন্তীর অনুরোধে নল কর্কটকে স্মরণ করিয়া নিজের রূপ ফিরিয়া পাইলেন। দময়ন্তীর নয়ন ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। স্বামীর পদতলে পড়িয়া

কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্রকন্যা বহু দিবস পর পিতাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া পড়িল। ঋতুপর্ণ রাজা কতক দিবস তথায় বাস করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন। ভীমসেন নলকে বিদর্ভরাজ্য দান করিলেন। নল রাজোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া রাজসিংহাসনে বসিলেন, দময়ন্তী রাজরাণী হইয়া তাঁহার বামে বসিলেন। পুত্রকন্যা সিংহাসনের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। বহুদিন পরে বিদর্ভরাজ্য উৎসবে আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

কিছু দিন পরে নল রাজা নিষদরাজ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা পুষ্করকে বলিলেন "একবার পাশায় হারিয়া রাজ্যধন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিয়াছিলাম, এস, পুনরায় আর একবার তোমার সহিত পাশা খেলি। এবার আত্মবাজি রাখিয়া খেলা হইবে"—এইরূপে খেলা আরম্ভ হইল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে নল রাজা সমস্ত হস্তগত করিলেন দেখিয়া পুষ্করের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সজল নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে নলের পদদ্বয় ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ভ্রাতার সজল নয়ন দেখিয়া ধর্ম্মপ্রাণ নলের আর সহ্য হইল না, তিনি দুই হাতে ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে অভয় প্রদান করিলেন। নিষদ রাজ্যে রাজা হইয়া দময়ন্তীকে বিদর্ভ হইতে আনিলেন। কিছু দিন পরম সুখে রাজ্য পালন করিয়া দময়ন্তীর সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহারা আজ

বহুদিন হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের কীর্ত্তি এখনও চিরস্থায়ী।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সতী পতিব্রতা

সতীর সতীত্ব কাহিনী চিরদিন জগতে বর্ত্তমান থাকে, তাহা কখনও লোপ পায় না। সতীরা যে কার্য্য করেন তাহা সাধারণের চক্ষে অসম্ভব ও গুরুতর কার্য্য বলিয়া মনে হইলেও তাঁহারা সে কার্য্য অতি সহজে ও আনন্দিত মনে সম্পন্ন করিয়া কৃতার্থ হন। এইরূপ আর একজন আদর্শ সতীকে দেখিতে পাই, যিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বামীসেবায় আত্ম জীবন নিয়োগ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

তিনি পতিব্রতা নাম্নী এক দ্বিজ কন্যা। তাঁহার স্বামী এক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ছিলেন, তথাপি তিনি স্বামীর কথা অবহেলা বা ঘৃণা করিতেন না। স্বামী কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইলেও প্রত্যহ তাঁহার চরণামৃত পান না করিয়া অন্য কিছুই আহার করিতেন না। প্রতিদিন অতিকষ্ট করিয়া দরিদ্র স্বামীকে পালন করিতেন। একদিন পতিব্রতা সন্ধ্যার সময় যমুনায় জল আনিতে যাইতেছিলেন এমন সময় দৈবচক্রে মাণ্ডব্য মুনির ধ্যান ভঙ্গ হয়, এই অপরাধে সূর্য্যোদয়ে স্বামীর মৃত্যু হইবে অভিশাপ দিলেন। সতীর কাণে সেই নিদারুণ কথা প্রবেশ করিল। তিনি চমকাইয়া

উঠিলেন এবং জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় সতীত্ব তেজ বাহির হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন "সূর্য্যোদয়ে আমার স্বামীর মৃত্যু হইবে?—হে সূর্য্য!" সূর্য্য যোড়হস্ত হইয়া কহিলেন "কেন মা, এই যে উপস্থিত।" পতিব্রতা বলিলেন "আমার আজ্ঞা না হইলে তুমি উদিত হইবে না। যদি উদিত হও তবে আমার তেজ দেখাইব।" ক্রমে তিন দিন গত হইল পৃথিবীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। দেবগণ স্বর্গে বিস্মিত হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন। প্রভু কহিলেন "সতীর বাক্যে দিবাকর উদিত হইতে পারেন নাই।" দেবগণ বলিলেন "আপনার কথা পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে অগ্রাহ্য করে।" নারায়ণ কহিলেন "আমার কথা সকলে অন্যথা করিতে পারে কিন্তু সতীর বাক্য কেহ অবহেলা করিতে পারে না। যদি দিবাকর নিজ তেজে উদিত হন, তাহা হইলে সতীর তেজে সেইক্ষণেই ভস্মীভূত হইয়া যাইবেন। সূর্য্য মনে করিলে লোককে দগ্ধ করিতে পারেন; কিন্তু সেই দিবাকরকেও সতী সতীত্বের তেজে দগ্ধ করিতে পারেন। দিবাকরের অধিক সতীর তেজ। আমি সূর্য্যকে উদিত হইতে বলিতে পারিব না।" এই কথা শুনিয়া সকলে হতাশ হইয়া পড়িলেন। দেবগণের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া নারায়ণ কহিলেন "ভগবতী, আপনি নিজে যাইয়া সতীর নিকট সূর্য্যোদয়ের ভিক্ষা করুন।" তাহা শুনিয়া দেব

গণ ও ভগবতী পতিব্রতার নিকট যাইয়া যোড়হস্তে কহিলেন, "মা, আমরা আপনার নিকট একটী ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি, দয়া করিয়া দিতে হইবে। মা, দয়া মায়া করিয়া পুত্রকন্যা-দিগকে রক্ষা করুন।" তাঁহাদের এইরূপ স্তবস্তুতি শুনিয়া করুণাময়ী পতিব্রতা কহিলেন "আপনারা কি নিমিত্ত এইরূপ বিনয় করিতেছেন, আপনাদের বাক্য পালনে আমার প্রাণ যায় তাহাও ভাল তথাপি আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব।" ভগবতী বলিলেন "মা, আপনি সূর্য্যকে উদিত হইতে বারণ করিয়াছেন। পৃথিবী যায়, রক্ষা করুন।" তাহা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পতিব্রতা কহিলেন "এ কর্ম্ম আমি কেমন করিয়া করিতে পারিব? দিবাকর উদিত হইলে আমার স্বামীর মৃত্যু হইবে।"

ভগবতী কহিলেন "আপনি সূর্য্যকে উঠিতে বলুন, আমি আজ্ঞা দিতেছি।" ব্রহ্মা কহিলেন "আপনি সূয্য উঠিতে বলুন আমার বরে সূর্য্য উঠিলেও আপনার স্বামীর মৃত্যু হইবে না, আরও এই বর দিতেছি যে আপনার স্বামী কুষ্ঠরোগ হইতে অক্লেশে মুক্ত হইয়া যাইবেন।" এই বলিয়া দেবতারা যোড় হস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পতিব্রতা তখন সূর্য্যদেবকে বলিলেন "আপনি উদয় হউন।" তাঁহার বাক্যে সূর্য্য উঠিলেন। স্বামীর কিছুই হইল না, রোগ মুক্ত হইলেন।

এইরূপে সতী রমণীগণ তাঁহাদের বহু কর্ম্ম পূর্ণ করিয়াছেন। ভাবিয়া দেখুন আদর্শ সতী হইলে তাঁহাকে ভগবতী বিষ্ণু আদি দেবতাগণ ভয় করেন।

আপনারা জ্ঞান চক্ষে দেখিবেন সতী হইয়া কতটা সম্মান লাভ করিলেন।

প্রথমতঃ সূর্য্যদেব তাঁহার বাক্য পালন করিলেন; দ্বিতীয়তঃ মণিরাজার শাপ মিথ্যা হইল; তৃতীয়তঃ দেবগণ বহু সম্মান করিলেন; চতুর্থ স্বামীর কুষ্ঠরোগ ভাল হইল।

বাল্যকাল হইতে কন্যাদিগকে গল্পস্থলে এই সমস্ত শিক্ষা দেওয়া উচিত। বালিকাগণ আজীবন এই সকল শিক্ষা পাইয়া এই কর্ম্মে মনোনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব। সতীরা ইহলোকে পূজ্য ও পরলোকে উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করিয়া থাকেন।

সপ্তম অধ্যায়।

——:o:——

পতিব্রতা নারী কখনও স্বামীর নিন্দা করেন না, বা স্বামী নির্ধন হইলেও নিজের জীবনকে ধিক্কার দিয়া বিরক্ত হন না। সেই আদর্শ সতী রমণীর পতিই একমাত্র উপাস্য দেবতা। পতি ভিখারী হইলেও সতী রমণীর পূজার পাত্র। পরপুরুষ যদি তেজে, বুদ্ধিতে, বলে, জ্ঞানে ও ধনে শ্রেষ্ঠ হয়, তথাপি তাহাকে স্বামী অপেক্ষা নিকৃষ্ট ভাবা উচিত এবং ধনীর কন্যার স্বামী যদি গরীব হন তবে পিতার অবস্থা ভাবিয়া স্বামীকে অমান্য করিতে নাই। সতী দক্ষরাজের কন্যা, শ্মশানবাসী মহাদেবকে বরণ করিয়া সেই ভিখারীর সঙ্গ রাজপ্রাসাদ বা রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভাবিতেন। শত শত বৎসর অতীত হইয়াছে, এখনও তাঁহাদের কীর্ত্তি চির অক্ষয়—যাবৎ পৃথিবী বা চন্দ্রসূর্য্য রহিবে তাবৎ সতী দেবী বলিয়া পূজিতা হইবেন। এজগতে স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম বহু প্রকার আছে। কিন্তু সতীত্ব ধর্ম্মের উপর কোন ধর্ম্ম নাই। ইহাই একমাত্র সর্ব্ব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ। যেমন পক্ষীর পক্ষ তাহাকে রক্ষা করে, সেইরূপ সতীকেও ঘোরবিপদ হইতে সতীত্বই রক্ষা করে।

সতীত্বহীন নারী এইরূপে অবস্থান করিয়া থাকে—যেমন মহাসমুদ্র হইতে চতুর্দ্দিকে বায়ু প্রবাহিত হইয়া জীর্ণ নৌকাকে আহত করে সেইরূপ। সতীত্বহীন নারীগণ—যেমন নক্ষত্রবিহীন দ্যুলোকের ন্যায়, বায়ুহীন আকাশের ন্যায়, শস্যশূন্য পৃথিবীর ন্যায়, সংস্কারহীন বাক্যের ন্যায়, বলহীন পুরুষের ন্যায়, বিধবা বরবর্ণিনীর ন্যায়, শুষ্কতোয়া তরঙ্গিনীর ন্যায় শোভাহীন হইয়া থাকে। এইরূপ সতীত্বহীন নারী অনাথ নিঃসহায় সাগরে নিপতিত হয়।

সতী যদি দয়াময় বলিয়া একবার ডাকিয়া বর প্রার্থনা করেন তাহা হইলে দেবতাগণ তৎক্ষণাৎ সুপ্রসন্ন হন। কিন্তু অসতী যদি বহু উপবাসা থাকিয়াও কোন দেবতাকে ডাকেন তথাপি তাহাকে বর দিতে দেবতারা অক্ষম। অসতী যদি উৎকৃষ্ট ব্রতও করে তথাপি তাহার কোন ফল হয় না, এবং চিরদিন নরকে থাকিতে হয়। সতী কোন ব্রত না করিলেও স্বর্গের উত্তম স্থান লাভ করিয়া থাকেন। এই অপেক্ষা কোন ব্রত নাই। ইহাতে সকল দেবতা সন্তুষ্ট হন। এমন কি ভয়ে যোড়হস্ত পর্য্যন্ত হইয়া থাকেন। আপনারা যদি এই পরম রত্নে বিমুখ হন ভাবিয়া দেখুন সংসারে আর এমন সুযোগ কোথায় পাইবেন?

এই মহারত্ননিধিকে যিনি দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিতে

পারেন, তিনিই পৃথিবীতে দেবতা, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে পূজনীয়া ও তাঁহার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী। যেমন পাখীর পক্ষ না থাকিলে উড়িতে পারে না, নৌকায় কর্ণ না থাকিলে চলিতে পারে না, রথের সারথি না থাকিলে রথ চলে না, সতীত্বহীন নারীরও সেইরূপ অবস্থা। যেমন একটা জিনিষের একটা সৌন্দর্য্য আছে—যেমন কপালি রুদ্রগণের, হুতাশন বসুগণের, কুবের যক্ষগণের, এবং বাসব দেবগণের, বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের, দিবাকর তেজসমূহের, বরুণ জলচরগণের, চন্দ্র নিশির, শুক্র দৈত্যগণের শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ স্ত্রীজাতির সতীত্বই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য। সতী রমণী হইলে তাঁহার অঙ্গে লক্ষ্মী অধিষ্ঠান থাকেন, তাঁহার নিজের সমস্ত সুলক্ষণ জ্যোতি প্রকাশ পাইয়া থাকে। লজ্জা ধীরতা, গাম্ভীর্য্য ও কোমলতা উৎপত্তি হইয়া থাকে।

আপনারা একটী কথা মনে রাখিবেন স্ত্রীলোকের লজ্জাই একটী ভূষণ বা ধর্ম্ম। লজ্জা না থাকিলে সকলে তাহাকে নিন্দা করে। পিতার গৃহে এ সমস্ত শিক্ষা করা উচিত, তবেই শ্বশুরালয়ে গিয়া যশোপার্জ্জন করিতে পারিবেন।

"পিতার আলয়ে গুণ ধর্ম্ম শিক্ষা করে,
লক্ষ্মীরূপা হয় কন্যা শ্বশুরের ঘরে।
যখন যেখানে থাকে সকলের বশে,
পিতার উজ্জ্বল মুখ তনয়ার যশে।"

পিতার গৃহে কন্যা নানারূপ শিক্ষা করিয়া পিতামাতার সেবা শুশ্রূষা করে, এবং ছোট ছোট ভাই ভগিনীদিগকে শিক্ষা দেয়। নানারকম গৃহকার্য্য করে, শিল্পকর্ম্ম করে, লেখাপড়া করে, তাহার পর শ্বশুরালয়ে গিয়া শ্বশুরশাশুড়ীকে দেবতার ন্যায় যত্ন, সেবা ও ভক্তি করা কর্ত্তব্য। ছোট ছোট দেবর ও ননদদিগকে ভাইভগিনীর ন্যায় যত্ন করা কর্ত্তব্য। সতী রমণীর স্বামীকে যত্ন করা উচিত; শ্বশুরের গৃহে যাইয়া এই সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিলে যশলাভ করিবে, পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উজ্জ্বল হইবে। পরে পুত্রকন্যা হইলে তাহাদিগকে অতি যত্নে পালন করা ও শিক্ষা দেওয়া উচিত। শিল্পকর্ম্ম, লেখা পড়া, গৃহকর্ম্ম, ব্রতপূজা, ভক্তি, দয়ামায়া, লজ্জা, ভালবাসা, দাস দাসীদিগকে কিরূপে যত্ন করিতে হয় ও কিরূপ ভালবাসিতে হয়—এই সমস্ত শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। সকলের কাছে কোমলতা, বিনয় ও গাম্ভীর্য্যগুণে ভূষিত হওয়া উচিত। ভিখারী বা অতিথি, দাসদাসীদিগকে সেবা ও যত্ন করা কর্ত্তব্য। এই সকল ছোট ছোট বালিকাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

আর কখনও সুখের সময় দর্প বা অহঙ্কার করিতে নাই; সুখ চিরকাল থাকে না। যেমন আকাশের চাঁদ চিরস্থায়ী নহে দুইদিন পৃথিবীকে আলোকিত করিয়া আনন্দিত করেন, সেইরূপ সুখও দুইদিনের তরে লোককে সুখী করে। চন্দ্র যেমন দুই

দিন পরে পৃথিবীকে আঁধার করিয়া অন্তর্হিত হন সেইরূপ সুখও দুইদিন পরে লোককে বঞ্চিত করিয়া অন্তরালে অবস্থান করেন। অতএব সুখ চিরস্থায়ী নহে, দুঃখই চিরস্থায়ী। লোক যখন জন্মগ্রহণ করে তখন ত সুখ সঙ্গে লইয়া আসে না, আবার যখন মৃত্যু হয় তখন সুখ তাহার সঙ্গে যায় না। তবে দুঃখই চিরস্থায়ী। সুখের সময় ভাবিতে হয় যে এই সুখ ক্ষণকাল মাত্র। আমার আবার যে দুঃখ সেই হইবে। অতএব এখন অহঙ্কার করিব না বা ঐশ্বর্য্য পাইয়া ভুলিয়া থাকিব না। এই কথা যিনি ভাবেন তিনি চির সুখী। সুখ সম্পত্তি বা পুত্রকন্যা কিছুই সঙ্গে যাইবে না ; লোকের ধর্ম্মই সঙ্গে যায়। লোকের ধর্ম্ম করাই প্রয়োজন। স্ত্রীলোকের সতীত্ব ধর্ম্মই সর্ব্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ। যিনি যতই ধর্ম্মানুষ্ঠান করুন না কেন এই ধর্ম্ম যাহার নাই তাহার সমস্ত ধর্ম্ম বা ব্রত পণ্ড। সতীত্বহীন নারী জ্যোতিহীন ও সহায়হীন। স্ত্রী সতী হইলে স্বামী বিপদে পড়িলেও ত্বরায় মুক্ত হন এবং গৃহের মঙ্গল হয়।

সতীত্ব মাহাত্ম্য কে বলিতে পারে ? তবে যতদূর সাধ্য বলিলাম। ভগবানের কৃপায় এই পুস্তক পাঠে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা পাইয়া কুলবধূগণ পবিত্র হউন।

সতীত্ব মাহাত্ম্য কথা কে বর্ণিতে পারে,
যেন ভেলা বান্ধি চাহি সিন্ধু তরিবারে।

শক্তিমাত্র কহি আমি ভাবিয়া অসার,
সতীগণ চরণেতে বিনয় আমার।
সতীত্ব মাহাত্ম্য কথা অমৃত লহরী,
আমার কি শক্তি আছে বর্ণিবারে পারি।
সুধাময় এই কথা কমলা রচিত,
ভাদ্রের একাদশ দিনে হইল সম্পাদিত।

ভগবানের কৃপায় আপনারা এই পুস্তক পাঠ করিয়া বর্ণনীয় বাক্যগুলি যথাসাধ্য হৃদয়ে গাঁথিয়া কর্ম্ম সার্থক করুন। এই পুস্তকের স্মরণীয়া হইয়া পৃথিবীতে ধন্যা হউন।